জাতীয় পানি নীতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ ধরনের নীতির অভাবে ইতোমধ্যে দেশের জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পানি সম্পদ ব্যবহারে সমন্বয়হীনতার ফলে বহু প্রতিকূল ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মত পানি নির্ভর দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে এ ধরনের মারাত্মক ক্ষতিকর অবস্থার দ্রুত নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পানি সম্পদ আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে শৃঙ্খলা প্রবর্তন করে বিরাজমান বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটানোই জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্য। এ নীতির মাধ্যমে "দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক, সমন্বিত ও সুষম ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ"-এর ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির রূপরেখা এতে বিধৃত হয়েছে। এ নীতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পানি ব্যবস্থাপনার নিয়ম, নীতি ও মানের নিরিখে উন্নয়নগামী একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার সফল সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছে। ব্যবহারকারী সকলের দক্ষ, ন্যায়সঙ্গত ও পরিবেশগ্রাহ্যভাবে পানি ব্যবহার ও বন্টনের অনুকূলে মত প্রকাশের সুযোগই বিকেন্দ্রীকৃত ও গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে উৎসারিত এ নীতির মূল শক্তি।

এ নীতির প্রকাশনা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র। লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও জনগণের ত্বরিত অনুবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর এ নীতির সফলতা নির্ভর করছে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে এ নীতি বাস্তবায়নের আহবান জানাই। জাতীয় পানি পরিষদ অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এ নীতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শেখ হাসিনা

আবদুর রাজ্জাক

মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানির ভিত্তিতেই গঠিত। পরিমাণগত ও গুণগত মানে পানির সহজপ্রাপ্যতা একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং তা' নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও --সত্যি যে অতীতে আমাদের কোন পানি নীতি ছিল না। আমাদের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হত অভিজ্ঞতা ও সুবিধার ভিত্তিতে। আজ আমাদের উপলব্ধি হয়েছে যে পানি প্রকৃতির অফুরন্ত দান নয় বরং একটি সীমিত সম্পদ এবং সকলের প্রয়োজন মেটাতে এর আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৭ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনি একটি জাতীয় পানি নীতি প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন।

বিদেশী বিশেষজ্ঞের সহায়তা ছাড়াই আমাদের কর্মকর্তা ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ জাতীয় পানি নীতি প্রস্তুত করেছেন। এই নীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সকলের স্বার্থ যথাসাধ্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই নীতিতে এর উদ্দেশ্যসমূহ এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপের ব্যাপক রূপরেখা সন্নিবেশিত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের উপর এই নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে সামগ্রিকভাবে অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা, অধিকার ও বন্টন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পৃক্তি, সরকারী বিনিয়োগ এবং জনস্বাস্থ্য, মৎস্য, নৌ-চলাচল, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ রক্ষার মতো বিভিন্ন খাতের চাহিদা পূরণের নীতিগত ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের কার্যকালে এই প্রথম বারের মত পানি নীতি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছি। জাতীয় পানি নীতিতে বিধৃত নীতিসমূহ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার সুস্পষ্ট গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশদ ও বিস্তারিত থাকবে পানি পরিকল্পনায়। পানি সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং দেশের আপামর জনগণ জাতীয় পানি নীতি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আব্দুর রাজ্জাক

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা	১
২.	জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা	২
৩.	জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ	৩
৪.	জাতীয় পানি নীতি	৪
	৪.১. নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা	৪
	৪.২. পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা	৫
	৪.৩. পানির অধিকার এবং বন্টন	৭
	৪.৪. সরকারী ও বেসরকারী সম্পৃক্তি	৯
	৪.৫. পানি খাতে সরকারী বিনিয়োগ	১০
	৪.৬. পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	১০
	৪.৭. পানি ও কৃষি	১১
	৪.৮. পানি ও শিল্প	১২
	৪.৯. পানি, মৎস্য সম্পদ ও বন্যাপ্রাণী	১২
	৪.১০. পানি ও নৌ-চলাচল	১৩
	৪.১১. পানিবিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি	১৩
	৪.১২. পরিবেশের জন্য পানি	১৪
	৪.১৩. হাওড়, বাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	১৫
	৪.১৪. অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১৬
	৪.১৫. গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা	১৭
	৪.১৬. স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ	১৮
৫.	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি	২০
৬.	আইনগত কাঠামো	২২

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; পানি এদেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পানি অতি নাজুক এক প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ করতে সহায়তা করছে। দূর্ভাগ্যবশতঃ পানি একটি সীমিত সম্পদ এবং কোনক্রমেই প্রকৃতির অন্তহীন দান হিসেবে পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের অবকাশ নেই। পানির একক বৈশিষ্ট্যের কারণে এর যে কোন ব্যবহার অন্য ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। জীবনধারনের জন্য পানির প্রাপ্যতা, পারিমাণগত ও গুণগত উভয় বিচারেই, একটি মৌলিক মানবাধিকার। তাই সমাজের কোন অংশের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে পানির যথার্থ ও সুষম ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান একান্ত কাম্য।

বৃষ্টি, ভূপরিস্থ অথবা ভূগর্ভস্থ সব রকম পানির ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সহজপ্রাপ্যতার জন্য টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজন, যার দায়িত্ব সবাইকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অবশ্যই কাঁধে নিতে হবে। পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব প্রধানতঃ তাই ব্যবহারকারীদের উপরই বর্তায়; সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে পানি খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ অত্যন্ত জোরালোভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পানি সম্পদের উন্নয়নে অবশ্য সাধারণতঃ বড় ধরনের নিবিড় মূলধনী বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে এবং বাস্তবেও মাত্রাভিত্তিক আর্থিক সুবিধাদি (economies of scale) সৃষ্টি হয় যার ফলে এখাতে সরকারী বিনিয়োগের আবশ্যিকতা যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠে। সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত দিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কারণে সরকারের ভূমিকা আজ তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পানি সংক্রান্ত বহু সমস্যা ও অনিষ্পন্ন বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর মধ্যে সবচেয়ে সংকটপূর্ণ হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক বর্ষাকালে বন্যা ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার কারণে পানির উর্দ্ধমূখী চাহিদা, নদ নদীতে ব্যাপক পলিমাটি পড়ে ভরাট হওয়া এবং নদী ভাংগন। লবণাক্ততা, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের ক্রমাবনতি ও পানি দূষণসহ পানির সামগ্রিক গুণগত মানের ব্যবস্থাপনা এবং ভৌত ও জৈব পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীমিত সম্পদের মধ্যে বহুমুখী পানির চাহিদা মেটানো, দক্ষ ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল পানি ব্যবহারের উন্নয়ন, সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা চিত্রন ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণের জরুরী তাগিদ অবশ্যই রয়েছে। সীমান্তের বাইরে উৎপত্তিহেতু সংশ্লিষ্ট নদীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অভাব, ব-দ্বীপস্থ সমতলভূমির জটিল ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো নির্মাণে নিষ্কন্টক জমির তীব্র অভাব - এ সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের এ কাজ সম্পাদন করতে হবে।

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং তার যুক্তিসংগত ব্যবহারের ব্যাপকভিত্তিক নীতিমালা এই জাতীয় পানি নীতিতে বিধৃত হয়েছে। বৃহত্তর সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভবিষ্যত কার্যক্রম নিরূপনে এই নীতিমালা দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

২. জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা

যেহেতু মানুষের জীবনধারণ, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়, সে কারণে ব্যাপক, সমন্বিত ও সুষম ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই সরকারের নীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার যাবতীয় লক্ষ্যসমূহ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার জন্য এই নীতিমালা রচিত হয়েছে।

জাতীয় পানি নীতি পর্যাবৃত্তে পুণরীক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হবে। এই নীতি দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও পানি সংক্রান্ত সেবাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও স্থানীয় সংস্থাসহ বেসরকারী ব্যবহারকারী ও উদ্যোক্তা এই নীতি থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

৩. জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

পানি খাতে কর্মরত সব সংস্থা ও যে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে দিক নির্দেশনা দেয়া পানি নীতি প্রণয়নের লক্ষ্য। সাধারণভাবে পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

ক. ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সব ধরণের পানির উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং এ সব সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

খ. দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশসহ সমাজের সবার জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেয়া

গ. পানি ব্যবহারের অধিকার নিরূপন ও পানির মূল্য নির্ধারণসহ উপযুক্ত আইনগত, আর্থিক এবং উৎসাহমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পানি সরবরাহ পদ্ধতির টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

ঘ. পানি ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন

ঙ. বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী খাতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিকাশের লক্ষ্যে একটি আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা

চ. জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক দক্ষতা, নারী-পুরুষ সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার ও পরিবেশগত সচেতনতা সম্বলিত ভবিষ্যত পানি পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য জ্ঞান ও সামর্থ্যের উন্নয়ন

৪.   জাতীয় পানি নীতি

প্রণীত নীতিসমূহ উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পানি ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও গুণগত মান উন্নততর না হ'লেও অন্ততঃ বর্তমান পর্যায়ে নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারী সংস্থা, প্রত্যেক পাড়া, মহল্লা ও গ্রাম এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিবেচনার সংগে সম্পদ ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৪.১   নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা

এক বা একাধিক প্রধান নদীর আওতাধীন পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। তবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মত আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার বিশেষ ধরনের সমস্যা আছে। সবচেয়ে ভাটিতে অবস্থানের কারণে সীমান্ত দিয়ে প্রবিষ্ট নদীর উপর বাংলাদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এর ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে, প্রায়শঃ সংঘটিত বন্যা এবং পক্ষান্তরে পানির দুষ্প্রাপ্যতা। ভারতের সঙ্গে ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি যদিও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খরা-কবলিত এলাকার জন্য কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শুকনো মৌসুমে গঙ্গা ও অন্যান্য অববাহিকায় পানি ঘাটতির সমস্যা আরো তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আশার কথা এই যে এই চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিধান ভবিষ্যতে অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টনের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

উজানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন নদীর অববাহিকার উন্নয়নে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশের যথেষ্ট উদ্যোগ ও সময় প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, সীমান্ত দিয়ে প্রবিষ্ট নদীসম্পদের উন্নয়নে অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণই হ'ল সরকারের নীতি।

বন্যা, খরা এবং পানিদূষণের স্বাভাবিক ও আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সরকার অভিন্ন নদীবিধৌত প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন, তথ্য বিনিময়, সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পানি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। দীর্ঘমেয়াদী অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন পানিবিজ্ঞানভিত্তিক এলাকার উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেয়াও বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন।

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কার্যকর রূপ দিতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বাংলাদেশ সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানি বিজ্ঞান, নদীর গতি-প্রকৃতি, পানিদূষণ, পরিবেশ, নদী-অববাহিকার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা সতর্কীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য এবং অভিন্ন পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান ও সম্ভাব্য সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনে প্রতিবেশী দেশগুলির একে অপরকে সহায়তা প্রদান করা

খ. সার্বিকভাবে অববাহিকাসমূহের সম্ভাবনা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির জন্য সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর উপর যৌথ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা

গ. শুকনো মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বর্ষায় বন্যার তীব্রতা হ্রাসের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ ও বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা

ঘ. বনায়ন এবং নদীভাঙন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নদী অববাহিকার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ধরতি (Catchment) এলাকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তায় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা

ঙ. মনুষ্য-সৃষ্ট শিল্প, কৃষি এবং গার্হস্থ্য নিঃসারিত দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসব দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহে রাসায়নিক এবং জৈব দূষণ প্রতিরোধে যৌথভাবে কাজ করা

চ. পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা কামনা করা

৪.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

সরকার সম্যক অবহিত যে, পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পানিবিজ্ঞান, ভূ-প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানসমূহের একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিশ্লেষণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন পদ্ধতি জটিল হওয়ায় দেশের নদ-নদীর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী পানিবিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সব অঞ্চলের সীমানা প্রকৃতিগতভাবেই প্রধান নদ-নদীর গতিপথ দিয়ে রচিত। পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকা স্বতন্ত্র একটি পানিবিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চল গঠন করেছে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় সরকারের নীতি হ'লঃ

ক. পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যথার্থ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেশের পানি বিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করবে।

খ. ওয়ারপো একটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত ও পর্যাবৃত্তে তা' হালনাগাদ করবে। এই পরিকল্পনায় সমগ্র বাংলাদেশ এবং প্রত্যেক অঞ্চলের সার্বিক সম্পদ

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাতসহ স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী দিক-নির্দেশনাও উল্লিখিত থাকবে। বিভিন্ন সময়ে সরকার নির্ধারিত পন্থায় বিভিন্ন সংস্থা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

গ. এনডব্লিউএমপি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা, পানি সংক্রান্ত সকল খাতের স্বার্থে, ব্যাপক ও সমন্বিতভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পরিকল্পনা পদ্ধতির এই প্রক্রিয়া জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও খাতসমূহের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

এনডব্লিউএমপি-র সামষ্টিক রূপরেখার আওতায় :

ঘ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার এনডব্লিউএমপি-র নির্দেশনা ও অনুমোদিত সরকারী প্রকল্প মুল্যায়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা অনুসারে উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) যে কোন আন্তঃসংস্থা বিরোধের নিষ্পত্তি করবে।

ঙ. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সব ধরনের প্রধান ভূপরিস্থ পানি উন্নয়ন প্রকল্প এবং এক হাজারের বেশী হেক্টরের কমান্ড-এরিয়াসম্বলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। স্থানীয় সরকার এক হাজার হেক্টর অথবা তার কম আয়তনের কমান্ড এলাকার এফ.সি.ডি.আই প্রকল্প, একটি আন্তঃসংস্থা প্রকল্প মুল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ও মূল্যায়িত হবার পর, বাস্তবায়ন করবে। আন্তঃসংস্থা বিরোধ নিরসনে সরকার-নির্ধারিত পন্থা অনুসৃত হবে।

চ. সরকারী অর্থপুষ্ট যে কোন ভূপরিস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সরকার (পরিষদসমূহ) কার্যতঃ এসব কাজ সমন্বয়ের ব্যাপারে প্রধান সংস্থা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। অংশগ্রহণমূলক এ প্রক্রিয়ায় এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভর করা হবে।

সরকার এছাড়াও আরো যা করবে :

ছ. পানি এবং ভূমি ব্যবহারের যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণে বিধি, পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী প্রণয়ন

জ. পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধি, পদ্ধতি ও নির্দেশনাবলী প্রণয়ন ও তা পর্যাবৃত্তে সংশোধন

ঝ. সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন বাধ্যতামূলককরণ

সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যা করবে :

ঞ. ব্যারাজ এবং অন্যান্য কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে প্রধান নদীগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ

ট. সেচ, মৎস্য, নৌ-চলাচল, বনায়ন ও অন্যান্য জলজপ্রাণী সংরক্ষণসহ বহুমূখী ব্যবহারের জন্য প্রধান নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন

ঠ. নাব্যতা এবং যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষার লক্ষ্যে জলপথের পলি অপসারণ

ড. শুকনো মওসুমের চাহিদা মেটানোর জন্য সকল উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা এবং ভূমির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘাটতি এলাকা চিহ্নিত করা

ঢ. পানির গুণগত মান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ

ণ. বন্যা এবং খরা জাতীয় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম সতর্কীকরণ ও বন্যা নিরোধন (ফ্লাড প্রুফিং) পদ্ধতির উন্নয়ন

ত. বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং জীবন, সম্পত্তি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, কৃষিজমি এবং জলাশয় ইপ্সিত পর্যায়ে সংরক্ষণকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারণ করবে :

১. মহানগর এলাকা, বিমান ও সমুদ্র বন্দর এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ন এলাকাসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হবে। জেলা ও উপজেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহকেও ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা প্রদান করা হবে। বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য পল্লী এলাকায় জনগণকে বিভিন্ন বন্যা নিরোধক পন্থা যেমন বাড়ী-ঘর, হাট-বাজার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অবকাঠামোগুলির ভিত্তি বন্যার সমতলের উপরে উন্নীতকরণ এবং বন্যার প্রকৃতি অনুযায়ী শস্য-ক্রম পুনর্বিন্যাস করতে উৎসাহিত করা হবে।

২. ভবিষ্যতে নির্মিতব্য জাতীয় ও আঞ্চলিক জনপথ, রেলপথ এবং যাবতীয় সরকারী ভবন ও অবকাঠামোসমূহকে সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত পানিস্তরের উর্ধ্বে নির্মাণ করা হবে। বিদ্যমান কাঠামোর পুননির্মাণের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হবে।

৩. সকল সড়ক ও রেলপথের বাঁধের পরিকল্পনায় অবাধ নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হবে।

থ. নদীভাঙ্গনজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার মাধ্যমে ভূমি ধ্বস, ভূমিহীনতা ও দেউলিয়াকরণ রোধের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

দ. সমুদ্র ও নদীবক্ষ থেকে ভূমি পূনরুদ্ধার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৩ পানির অধিকার এবং বন্টন

পানির মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত, ব্যক্তির ওপর নয়। পানির সুষম বন্টন, দক্ষ উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার সুষ্ঠু বন্টনের অধিকার সংরক্ষণ করে। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত শুদ্ধতার প্রতি হুমকীসৃষ্টিকারী ভূগর্ভস্থ পানি স্তর দূষণের মতো প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয়কালে সরকার পানির ব্যবহার পুনর্নির্ধারন করার নির্দেশ দিতে পারে। পানি সরবরাহ প্রশ্নে বন্টন বিধি হবে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে - কে পানি পাবে, কি উদ্দেশ্যে পাবে, কি পরিমাণ পাবে, কোন সময় ও কত সময়ের জন্য পাবে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে পানির ব্যবহার সংকুচিত হতে পারে। শুষ্ক মওসুমে নদীবক্ষে প্রাপ্যতার প্রয়োজন (পরিবেশ, গুণগতমান, লবণাক্ততা দমন, মৎস্য ও নৌ-চলাচল), নদী থেকে উত্তোলন (সেচ, পৌর, শিল্প ও বিদ্যুৎ) এবং ভূগর্ভস্থ আধার থেকে আহরণ ও পুনর্ভরনের লক্ষ্যে বন্টন বিধি গড়ে তোলা হবে। অভোগজনিত ব্যবহারের (যেমন নৌচলাচল) জন্য বন্টন জলাশয়ের ন্যূনতম সমতল/গভীরতা নিশ্চিত করার ইঙ্গিত দেয়।

এমতাবস্থায়, প্রয়োজন অনুসারে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের নীতি নিম্নরূপে পরিচালিত হবে :

ক. চিহ্নিত ঘাটতি অঞ্চলে নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকার বন্টন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

খ. সাধারণভাবে, সংকটকালীন সময়ে ঘাটতি অঞ্চলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পানি বন্টন হবে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে : গার্হস্থ্য ও পৌর ব্যবহার, নৌ-চলাচল, মৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের জন্য অভোগজনিত ব্যবহার, নদীর গতি প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য চাহিদা এবং অন্য ভোগ ও অভোগজনিত ব্যবহার যেমন - সেচ, শিল্প, পরিবেশ, লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা এবং বিনোদন। তবে উল্লিখিত অগ্রাধিকারের তালিকা কোন নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে এলাকাবাসীদের সমঝোতার ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ. পুনর্ভরণযোগ্য অগভীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষার জন্য সরকার চিহ্নিত ঘাটতি অঞ্চলে পানির উত্তোলন জনগণের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ঘ. প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য খরা পরিবীক্ষণ ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। বৃষ্টির পানি, ভূপরিস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার, পানির চাহিদা পূরণের বিকল্প পন্থাসমূহকে যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে এবং পৌনঃপুনিক মৌসুমী পানির ঘাটতির অভিজ্ঞতার আলোকে, এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আপদকালীন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার অনুসারে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার সীমিত রাখার পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ ধরণের অতি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরে নির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

ঙ. সরকার ঘাটতি অঞ্চলে মারাত্মক খরাকালীন সময়ে পানির সুষ্ঠু বন্টনের জন্য স্থানীয় সরকার বা সরকারের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোন স্থানীয় সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। তারা

পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট রূপরেখার ভিত্তিতে গোটা ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করবে।

চ. বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার বেসরকারী এবং এলাকাভিত্তিক কোন সংস্থাকে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির অধিকার অর্পণ করতে পারে।

ছ. ভূপরিস্থ পানির অধিকার নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে পরিবহন চ্যানেল রক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ সরকারী ও বেসরকারী সম্পৃক্তি

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সুবিধাভোগকারী সরকারী ও বেসরকারী খাত, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পৃক্তি প্রয়োজন। সরকারী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা ও চূড়ান্ত সাফল্য জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বত্ববোধের ওপর নির্ভরশীল। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারন করা গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ব্যতিরেকে, গোষ্ঠীর সম্পদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ গোষ্ঠী দ্বারাই পরিচালিত হবে। এটা স্বীকৃত যে, পানি ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ তারা পানির প্রধান সংগ্রাহক ও পরিবাহক এবং পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি, ফসল তোলার পূর্ব ও পরবর্তী কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সরকারী ও বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের নীতি নিম্নরূপঃ

ক. পানি কর্মসূচীতে সরকারের বিনিয়োগ, গণ সম্পদ (public goods) সৃষ্টি অথবা বাজারের ব্যর্থতার নির্দিষ্ট সমস্যা মোকাবিলা এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালনা

খ. সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে ও সংঘাত এড়াতে পানি সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন সরকারী সংস্থার নীতি ও কর্মসূচী অন্যান্য সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধারন

গ. পানি সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক, যতদূর সম্ভব, তাদের দায়িত্ব পালনে উপকৃত গোষ্ঠী এবং সংস্থার অগ্রাধিকার সংরক্ষণ করে বেসরকারী সরবরাহকারীদের ব্যবহার

ঘ. পৌর এলাকার প্রকল্প ছাড়া সরকারী পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০০০ হেক্টর কমান্ড এরিয়াসম্বলিত প্রকল্প পর্যায়ক্রমে স্থানীয় ও গোষ্ঠী সংগঠনগুলোর কাছে হস্তান্তর এবং স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে তার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্থায়ন করা

ঙ. পৌর প্রকল্প ছাড়া সরকারী পানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ৫০০০ হেক্টরের বেশী কমান্ড এরিয়াসম্বলিত প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে ইজারা, রেয়াত অথবা ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা হবে। তবে তা অবশ্যই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ডাক/টেন্ডার পদ্ধতির

আওতায় হতে হবে। বিকল্প হিসাবে স্থানীয় সরকার ও গোষ্ঠী সংগঠনসমূহের সাথে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে পারে

চ. এক হাজার হেক্টর বা তার কম কমান্ড এরিয়াসম্বলিত এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পসমূহের মালিকানাস্বত্ব পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর, তবে যে প্রকল্প উপকৃত/গোষ্ঠী সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত, শুরুতে সেগুলো হস্তান্তর করা

ছ. দক্ষতার সঙ্গে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, স্থানীয় গোষ্ঠী সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ করা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান

জ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় গোষ্ঠী সংগঠনে নারীর মুখ্য ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা

ঝ. সরকার উপরোক্ত নীতির সুষ্ঠু ও দক্ষ বাস্তবায়নকল্পে যেখানে প্রয়োজন, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করবে ও ভবিষ্যতে সকল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সেভাবে তৈরী করবে

৪.৫ পানি খাতে সরকারী বিনেয়োগ

সরকার মনে করে সুষম, দক্ষ ও কার্যকর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক রূপরেখা প্রয়োগ অতি প্রয়োজন। একটি এলাকার পানির চাহিদার যথাযথ বহুবিধ বিশ্লেষণ, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার বিকল্পসমূহকে সূত্রবদ্ধ করতে পানির বিভিন্ন উৎস, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আন্তঃসম্পর্ক এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা ও উদ্দেশ্যের মিথস্ক্রিয়া অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অবকাঠামোতে বিনিয়োগ জনগণকে স্থানচ্যুত করতে পারে এবং পরিবেশও বিঘ্নিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাপক পানি সম্পদ পরিকল্পনার মূল্যায়নে এবং নির্দিষ্ট প্রকল্প বিবেচনাকালে আন্তঃখাত সংশ্লেষের প্রতি দৃষ্টিনিবেশ করতে হবে।

এ বিষয়ে সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত করা :

ক. পানি সম্পদ প্রকল্প, যতোটা সম্ভব বহুমূখী প্রকল্প হিসাবে গড়ে তোলা এবং এসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন থেকে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই একটি সমন্বিত বহু-বিষয়ক (multidisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা

খ. সকল প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা বা জিপিএ, জনগণের অংশগ্রহণের নির্দেশনা বা জিপিপি, পরিবেশগত প্রভাব নির্দেশনা বা ইআইএ এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত অন্য সকল নির্দেশনা অনুসরণ করা

গ. পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও প্রকল্প মূল্যায়নের অংশ হিসাবে গাণিতিক ও ভৌত মডেলিং, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও একাধিক নির্নায়ক বিশ্লেষণের মতো সকল প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ও মূল্যায়ন নীতি নিয়মিতভাবে প্রয়োগ ও তার অনুশীলন করা

ঘ. সরকারী পানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কোন উপযুক্ত সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারের বিধানসম্বলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

ঙ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী এবং নিম্ন আয়ের পানি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষণ করা

চ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার মাধ্যমে পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য অব্যাহতভাবে হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ

৪.৬ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা উন্নত খাবার পানির সংকটে ভুগছে। ভূপরিস্থ পানি সাধারণতঃ দূষিত এবং ভূগর্ভস্থ পানি, যা এখন পর্যন্ত নিরাপদ খাবার পানির উৎকৃষ্ট উৎস, তাও দেশের বহু স্থানেই আর্সেনিক দূষণে সংক্রমিত হয়েছে। সেচের জন্য ব্যাপক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে বহু এলাকায় পানির স্তর হস্তচালিত নলকূপেরও কার্যকর নাগালের নীচে নেমে গেছে। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ অগভীর স্তরে চুঁইয়ে প্রবেশ করার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি মানুষ ও প্রাণীর খাবার অনুপযোগী হতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সমুদ্র থেকে লবণাক্ততা ভূমির গভীরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ পানিকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলেছে। ব্যাপকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে শহর ও নগর এলাকায় পানির স্তর অবনমিত হওয়ার সমস্যার সম্মুখীন। পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় এ সব সমস্যা জনস্বাস্থ্যের উপর নিশ্চিত প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূষিত খাবার পানি থেকে উদ্ভূত ডায়রিয়া গ্রাম অঞ্চলে মৃত্যুর একটি বড় কারণ। নগর এলাকার রোগ-ব্যাধির প্রাথমিক কারণ যথাযথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নিষ্কাশন সুবিধার অভাব, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত শিক্ষা। নিরাপদ পানির উৎস দূরবর্তী হওয়ায় গ্রামের মহিলাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পানি সংগ্রহের বিশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয় যা তাদের স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ সহজলভ্য খাবার পানির সুষ্ঠু যোগান নিশ্চিত করতে সহায়তা দান

খ. ভূগর্ভস্থ পানিস্তর রক্ষা ও বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান প্রধান নগর এলাকায় প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ

গ. জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; একই সঙ্গে ময়লা পানি ও আবর্জনা পরিশোধন এবং খোলা নর্দমা পুনঃস্থাপন ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দান

ঘ. মনুষ্য-সৃষ্ট অপচয় ও দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রেণে পৌরসভা ও শহরের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান

ঙ. পানি দূষণ ও অপচয় নিরোধকল্পে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য স্থানীয় সরকারকেও দায়িত্ব প্রদান

৪.৭ পানি ও কৃষি

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভূপরিস্থ পানির পাশাপাশি কৃষিতে প্রবৃদ্ধির জন্য ভূগর্ভস্থ পানিতে সেচ কাজের বেসরকারী কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। নিষ্কাশিত পানির পুনর্ব্যবহার, পর্যায়ক্রমিক সেচ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম পানি ব্যবহারসম্মত শস্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহারসহ বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বনে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সেচ ব্যবস্থায় পানির বন্টন, সমতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে দূষণের উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানের দূষণ প্রক্রিয়া রোধের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে, যেমন শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক পানিবাহিত হয়ে গভীরে ভূগর্ভস্থ পানি অথবা দূরবর্তী জলাশয়ের পানিকে দূষিত করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সরকারের নীতি হ'ল :

ক. যেখানে সম্ভব, খাবার পানির সরবরাহকে বিঘ্নিত না করে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত রাখাকে উৎসাহিত ও সংবর্ধিত করা

খ. বিভিন্ন সময়ে সরকারের নির্ধারিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে সরকারী ও বেসরকারী খাতে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ভবিষ্যত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা

গ. পানি সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ ও নগরের পানি সরবরাহের জন্য সকল ধরনের ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার নিশ্চিত করা

ঘ. পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শস্য বহুমূখীকরণ কর্মসূচীকে শক্তিশালী করা

ঙ. ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণকারী রাসায়নিক সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শক্তিশালী করা এবং একই কারণে সংঘটিত দুরবর্তী দূষণ প্রক্রিয়া হ্রাসের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ কৌশল উদ্ভাবন করা

চ. ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের গতিপ্রকৃতি, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার এবং সেগুলির গুণগত মানের পরিবর্তন পরিবীক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করা

৪.৮ পানি ও শিল্প

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পানির মাত্রারিক্ত লবণাক্ততা শিল্প প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। অপরদিকে, পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরেকটি জটিল দিক হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্প কেন্দ্রের চারপাশে জলাশয়ে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্যের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পরিষ্কার ও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ও শিল্প থেকে উদ্ভূত ময়লা পানি নির্গমনের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় রেখে সরকার কর্তৃক নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপন অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (zoning) সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন

খ. পানির দূষণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা কর্তৃক নির্গত ময়লা পানি পরিবীক্ষণ

গ. পরিবেশ অধিদপ্তরের (ডিওই) সঙ্গে পরামর্শক্রেম ওয়ারপো কর্তৃক সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে নিষ্কাশনযোগ্য, বর্জ্যের মান নির্ধারণ

ঘ. দূষণকারী শিল্প কারখানা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দূষিত জলাশয় পরিশোধনের ব্যয়ভার নির্দিষ্ট আইনের আওতায় বহন

৪.৯ পানি, মৎস্য সম্পদ ও বন্যপ্রাণী

মৎস্য সম্পদ ও বন্যপ্রাণী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবনধারণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দিক থেকে মৎস্য সম্পদের জন্য পানির প্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। সে কারণে এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. সামাজিক সুফল যে সব বিশেষ এলাকায় লক্ষ্যণীয়, সেসব অঞ্চলের পানি সম্পদ পরিকল্পনায় মৎস্য ও বন্য প্রাণীকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান

খ. নদী ও পানি প্রবাহে প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশের ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

গ. নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নে জলজ পাখী ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাথমিক আধাররূপী সরকারী জলাভূমি ও বিল যথাসম্ভব পরিহারকরণ; কারণ এ সব জলাভূমি জলচর পাখী ও বন্যপ্রাণীর প্রাথমিক প্রয়োজন মেটায়

ঘ. বাওর, হাওর, বিল, রাস্তার পাশে বারো-পিট প্রভৃতির মতো জলাশয় যতোটা সম্ভব মৎস্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ এবং এ সব জলাশয়ের সংগে নদীর বারোমেসে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা

ঙ. পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনভাবেই মৎস্য চলাচল বিঘ্নিত করবে না। বরং মাছের অভিবাসন ও প্রজনন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলিতে পর্যাপ্ত সুবিধা সৃষ্টি

চ. ইষৎ লোণা পানিতে মৎস্য চাষ (একুয়াকালচার) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা

৪.১০ পানি ও নৌ-চলাচল

বিপুল সংখ্যক জলপথে ন্যূনতম ব্যয়ে পরিবহন সম্ভব বিধায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভূত গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে বহু নদীপথ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পলিমাটির অপসারণ কেবল নদ-নদীগুলোতে নাব্যতা পুনরুদ্ধারের জন্যই নয়, ভূপৃষ্ঠের পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্যও দরকার। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানি উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় নৌ-চলাচলের প্রতিবন্ধকতা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা এবং প্রয়োজনবোধে ঐ সকল প্রতিবন্ধকতা নিরসনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

খ. পৌর এলাকার ও খাবার পানির প্রয়োজন মেটানো সাপেক্ষে নৌ-চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট নদ-নদীতে ন্যূনতম প্রবাহ রক্ষা

গ. নির্দিষ্ট নদীপথে নৌ-চলাচলের জন্য, যেখানে প্রয়োজন, নাব্যতা বজায় রাখতে নদী খনন (ড্রেজিং) সহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ

৪.১১ পানিবিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি

বাংলাদেশে পানিবিদ্যুতের সম্ভাবনা খুব সীমিত। কারণ এর ভূমি সমতল এবং পানি সঞ্চয়ের তেমন উপযোগী জলাধার নেই। তবে ছোট ছোট ড্যাম ও ব্যারাজ এলাকায় ক্ষুদ্র পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে। পানিবিদ্যুৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবেশগত উদ্বেগ হলো নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর কাঠামো নির্মাণ করে তার স্বাভাবিক স্রোতকে রুদ্ধ করা। পানিবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প অনেক সময় মাছের অবাধ চলাচলকেও বিঘ্নিত করতে পারে।

পর্যটন সংক্রান্ত সুবিধাদির উন্নয়নে পানি সম্পদের বিনোদনমূলক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। জলাশয়, হ্রদ, দীঘি, সমুদ্র-সৈকত প্রভৃতি স্থানে বিনোদন সুবিধাদি প্রদান করা হলে তা দেশের পর্যটন শিল্পকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ বিবেচিত হলে ক্ষুদ্র পানিবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

খ. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না - এটা নিশ্চিত হলে জলাশয় ও তার আশেপাশে বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন

৪.১২ পরিবেশের জন্য পানি

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়রোধ এবং সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। দেশের বেশিরভাগ পরিবেশগত সম্পদ যেহেতু পানি সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত সে কারণে জাতির পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশ ও তার জীববৈচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্দ্রভূমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য জাতীয় বনসম্পদ, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ও পানির গুণগত মান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এ সব প্রচেষ্টায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সে অনুসারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মকান্ডে পরিবেশগত ক্ষতি এড়াতে বা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পানির পরিমাণ ও গুণগত মান সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক বিরাজমান। পানির নিম্নমান ব্যবহারভেদে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতাকে বিঘ্নিত করে। কৃষি সংক্রান্ত দূষণ, শিল্প কারখানার ও গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং দূষণের উৎস থেকে শহরের দূরবর্তী স্থানের দূষণ প্রক্রিয়া ভূপরিস্থ জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ পানির মান দ্রুত নষ্ট করে ফেলে যার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থার সংহতি এবং জনস্বাস্থ্য উভয়ই বিপন্ন হয়। অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে রয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত ভূমিক্ষয় ও পলিমাটি ভরাট হওয়া, জলাবদ্ধতা এবং কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নেমে যাওয়া, বন উজাড়, জীববৈচিত্রের হ্রাস, আদ্রভূমি হ্রাস, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের চারণভূমি হ্রাস।

সুতরাং, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত (নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) সংস্থা ও সংগঠনকে পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিকে জোরদার করতে হবে। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা তাদের কাজ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরিবেশগত সম্পদকে সংরক্ষণ করবে ও স্থিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে সমভাবে বিবেচিত হবে। অতএব, সরকারের নীতি হলো, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংস্থা ও বিভাগ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

ক. জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (এনইএমএপি) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি)-র সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও গতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান

খ. পানি খাত প্রকল্পের জন্য প্রণীত ইআইএ নির্দেশিকা ও ব্যবহারবিধি অনুসারে একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের (ইআইএ) নীতি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত আয়তন

ও পরিধি অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প অথবা পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য কঠোরভাবে অনুসরণ করা

গ. উপকূলীয় নদীর মোহনার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পানির চ্যানেলসমূহে উজান অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করা

ঘ. মনুষ্য-সৃষ্ট বা অন্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হ্রদ, পুকুর, বিল, খাল, জলাধার প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক জলাশয়কে অবক্ষয় থেকে রক্ষা এবং এদের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা

ঙ. ভূগর্ভস্থ পানির প্রাকৃতিক স্তর ও পরিবেশ সংরক্ষণ করতে শহর এলাকায় সরকারী মালিকানাধীন জলাশয়, খাদ ও নিম্নাঞ্চল ইত্যাদি ভরাটের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা

চ. নদী ও পানির যে কোন প্রবাহ পথের উপর বিদ্যমান অননুমোদিত যে কোন কাঠামো অপসারণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে পানি প্রবাহে বিঘ্ন ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ রোধ করা

ছ. নতুন সৃষ্ট চরে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণাদি রোধ এবং নির্বিচারে বৃক্ষাদি নিধন বন্ধ করা

জ. বিশেষতঃ যে সব এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে গেছে সে সব এলাকায় ব্যাপক বনায়ন ও গাছ লাগানোকে উৎসাহিত করা

ঝ. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে তৈরী সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রণীতব্য নির্দেশিকায় "দূষণকারী ক্ষতিপূরণ দেবে" এই নীতি কার্যকর করা

ঞ. শিল্প ও কৃষি কাজে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী যাতে স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগতভাবে বিশুদ্ধ পানির উৎস রক্ষণাবেক্ষণ করে স্ব-শাসিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করা

৪.১৩ হাওড়, বাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

হাওড়, বাওড় ও বিল জাতীয় জলাভূমিগুলো বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং এক অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দিক থেকে এগুলির গুরুত্ব অসীম। হাওড় এবং বাওড়গুলিতে শুষ্ক মওসুমেও যথেষ্ট গভীরতায় পানি থাকে তবে ছোট বিলগুলি সাধারণতঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে আর্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এই বিলগুলো প্লাবনভূমির নিম্নতম অংশ।

এই জলাশয়গুলো আমাদের প্রাকৃতিক মৎস্য-সম্পদের সিংহভাগের উৎস এবং নানা ধরণের জলজ সবজী ও পাখীর আবাসস্থল। তা' ছাড়াও শীত মৌসুমে উত্তর গোলার্ধ থেকে আগত অতিথি পাখীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। হাওড় এবং বিলগুলো খালের মাধ্যমে নদীর সাথে সংযুক্ত। অতীতে প্রকৌশলগত হস্তক্ষেপের

মাধ্যমে অনেক বিলকে তাৎক্ষণিক ফসল লাভের জন্য নিষ্কাশিত আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকট আকার ধারণ করে। প্রথমেই মাছ এবং গ্রামীণ জনগণের খাদ্যের উৎস কচু, শাপলা, কলমি জাতীয় জলজ সবজীর বিলুপ্তি ঘটে। বর্ষা মওসুমে প্লাবনভূমির বর্জ্য প্রবাহমান খালের মাধ্যমে বাহিত ও শোধিত হয়ে নিষ্কাশিত হ'ত। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সেই প্রাকৃতিক শোধনক্রিয়া ব্যাহত হয়ে পরিবেশের মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছে।

সরকার মনে করে যে বর্জ্য শোধন, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ, সব জলজ ও জলচর প্রাণী ও তৃণের অস্তিত্ব এবং সর্বোপরি পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নিশ্চিত করতে, জলাশয়গুলোর শুধু সংরক্ষণই নয়, উপরন্তু উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে এগুলোকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায়।

এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. সাধারণতঃ জলজ পরিবেশ রক্ষা এবং নিষ্কাশনের সুবিধার্থে হাওড়, বাওড় ও বিল জাতীয় প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ

খ. হাওড় এলাকার জলীয় বৈশিষ্ট্য অবিঘ্নিত রেখে পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ

গ. শীতকালে যে হাওড় শুকিয়ে যায় সেগুলিতে শুষ্ক মওসুমে কৃষি উৎপাদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

ঘ. এ সমস্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ

ঙ. বিনোদন এবং পর্যটন আকর্ষণের জন্য জলাশয়গুলিতে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

৪.১৪ অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে পানির চাহিদা ও সরবরাহকে প্রভাবিত করে এরূপ মূল্য নির্ধারণ ও অন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা পদ্ধতির প্রবর্তন প্রয়োজন। বিনামূল্যে পানির প্রাপ্যতা ব্যবহারকারীদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতার সময়েও পানির অপচয় ও নিঃশেষ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। আন্ত ও অন্তঃখাত পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অনুশীলন, যেমন পানির সংযোজক ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পে পানি সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি প্রয়োগ, পানি আহরণ, পানি স্থানান্তর এবং পানি পুনর্ব্যবহার তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন পানির অভাবের গুরুত্বপ ব্যবহারকারীরা উপলব্ধি করবেন।

পানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যয় নির্বাহ, মূল্য নির্ধারন ও অর্থনৈতিক উৎসাহ অথবা নিরুৎসাহমূলক একটি পদ্ধতি প্রয়োজন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ময়লা পানি শোধনের মত সেবার পরিবর্তক মূল্য আদায়ের বিষয়টি এযাবৎ বিবেচিত হয়নি। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ না তুলতে পারায় সেবার মান হ্রাস পেয়েছে এবং পদ্ধতির অবনিত ঘটেছে। এতে ক্রমাবনতিশীল সেবার ফলে ভোক্তারা একসময় অর্থ পরিশোধের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘমেয়াদের জন্য তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণীয় নীতি হচ্ছে এ সব সংস্থাকে পানি ব্যবহারের বিল ধার্য্য করার ও তা

আদায়ে কার্যকর ক্ষমতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্ত করা। পানির সুবিধাদি ও তার পরিচালন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহারকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আর্থিক জবাবদিহিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে তাই সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানি একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং এর মূল্য নির্ধারন সকল ব্যবহারকারীকে পানির দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে সজাগ করবে এবং তা সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাবে। তবে অদূর ভবিষ্যতের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এফসিডি) থেকে অর্থ আদায়ের কোন পরিকল্পনা এই নীতিতে রাখা হয়নি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পে (এফসিডিআই) পানি করের হার সরকারী বিধি অনুযায়ী কেবল পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের (ওএন্ডএম) জন্য আদায় করা হবে।

খ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে পর্যায়ক্রমে এদের প্রদত্ত সেবার জন্য মূল্য আরোপের ক্ষমতা অর্পন করা হবে।

গ. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ যতদূর সম্ভব বেসরকারী পন্থায়, যেমন ইজারা ও অন্য আর্থিক ব্যবস্থায়, আদায় করা হবে। উপকারভোগী ও অন্য উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ওই ধরণের ইজারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঘ. মূল্য কাঠামো অবশ্যই পানি সরবরাহকারী ও সেবাভোগী জনসংখ্যার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জসপূর্ণ হবে। মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানির একক দাম কম হবে। কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মূল্যে, যতদূর সম্ভব, পানি সরবরাহের প্রকৃত খরচ প্রতিফলিত হবে।

ঙ. উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদায়কৃত পানির মূল্য স্থানীয়ভাবেই সংরক্ষিত রেখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্যে ব্যয় করতে হবে।

চ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পনার পর্যায়েই সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় বহনের প্রতিশ্রুতি আদায় ও তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

ছ. পানির পুনর্ব্যবহার, সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং অতিরিক্ত আহরণ ও দূষণ প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৪.১৫ গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

নীতি নির্ধারকদেরকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন ও তার তাৎপর্য ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত রাখা একটি গতিশীল পানি ব্যবস্থাপনা নীতির জন্য অত্যাবশ্যক। পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনের সর্বোত্তম পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ,

রাজনীতিবিদ ও জনগণের মধ্যে এক সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত যখন ক্রমশঃ জটিল ও তথ্যকাতর হয়ে পড়ে তখন গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদানের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. বিদ্যমান পানিতাত্ত্বিক পদ্ধতি, জাতীয় পানি সম্পদের সরবরাহ ও ব্যবহার, পানির গুণগত মান এবং পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকারী ও গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) গড়ে তোলা

খ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসংবদ্ধ গবেষণা পরিচালনার উপযোগী করে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা

গ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাঠামোগত হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের কার্যকারিতা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভবিষ্যত নীতি নির্দেশনার জন্য পরীক্ষা করা

ঘ. সরকারের পানি ব্যবস্থা কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা এবং জনগণের সমর্থন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে, নির্মিত অবকাঠামোতে জনগণের হস্তক্ষেপ (যেমন, বাঁধ কাটা) ও তার পেছনে যে সংঘাতপূর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের স্বরূপ অনুসন্ধান

ঙ. নিম্নোক্ত লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্তি শক্তিশালী ও উৎসাহিত করতে হবে :

১. বৃষ্টির পানি, ভূপরিস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহারের জন্য লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার প্রচার

২. অপচয় রোধ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও তার বিকাশ নিশ্চিত করা

৩. পানি ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ পেশাদার জনশক্তি সৃষ্টি

৪.১৬ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেক খাত ও সার্বিকভাবে সমগ্র সরকারী খাতকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে

সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। প্রকল্প কাজের সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্তি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম প্রয়োজনে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে। পানি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে সুশীল সমাজের ভূমিকাও বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়ে তুলতে এবং তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থার একটি চেতনা ও দ্ব্যর্থহীন সমঝোতা সৃষ্টি করতে সরকার নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে নারীর ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় নীতি-নির্ধারনী সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানি উন্নয়ন প্রকল্পে জনসাধারনের অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশিকা (জিপিপি) প্রকল্প পরিকল্পনা অংশ হিসেবে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক অনুসরণ

খ. পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ (ডব্লিউইউজি) ও অনুরূপ গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন তৈরীর জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন

গ. যে কোন সরকারী পানি প্রকল্পের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ মাটির কাজ সাধারনত উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সুবিধাভোগীদেরকে বরাদ্দ করা

ঘ. পানি সম্পদের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনায় ভূমিহীন ও অন্য অনগ্রসর গ্রুপকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল উপায় অনুসন্ধান ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ

ঙ. কোন সামাজিক গোষ্ঠী অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব করলে তার বাস্তবায়ন তখনই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে যখন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মোট খরচের একটি নির্দিষ্ট অংশ সুবিধাভোগীরা নিজেদের মধ্য থেকে বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক নীতি

জাতীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপকভিত্তিক সমন্বয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার ও গোষ্ঠীভিত্তিক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি প্রয়োজন। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনেক পানি ব্যবহারকারী খাত, রাজনৈতিক সীমা এবং ভৌগলিক ও পানিতাত্ত্বিকভাবে বহুবিধ এলাকাকে অতিক্রম করে। পরিবেশগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও নির্দেশনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রশাসনের জন্য যথার্থভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

সরকার সংস্কার কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করবে। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রথমতঃ সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিচালন কার্যক্রম থেকে নীতি নির্ধারন, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও পরিচালনাগত কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হল :

ক. পানি খাত সম্পর্কিত সব রকম কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরকার পানি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত অনুশাসনসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে যাতে পরিবর্তনশীল চাহিদা ও অগ্রাধিকারের আলোকে দক্ষ ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

খ. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) দেশের সকল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করবে, বিশেষতঃ

১. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের নীতি প্রণয়ন

২. জাতীয় পানি সম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান

৩. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন তদারকী

৪. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে নির্দেশনা প্রদান

৫. পানি খাতের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধনের জন্য নীতি নির্দেশনা প্রদান

৬. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যে কোন বিষয়ের দিকে প্রয়োজনমত দৃষ্টি প্রদান

গ. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে পানি সম্পদের সংগে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃখাত সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্দেশ করা

২. উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া

৩. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যাবৃত্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদকে অবহিতকরণ ও উপদেশ প্রদান

৪. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে তার উপর অর্পিত অন্য কোন দায়িত্বও পালন করা

ঘ. ওয়ারপো দেশের সামষ্টিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। ইসিএনডব্লিউআরসি-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসাবেও নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব পালন করবে :

১. ইসিএনডব্লিউআরসি-কে প্রশাসনিক, কারিগরী, ও আইনগত সহায়তা প্রদান

২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি-কে পরামর্শ প্রদান

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ

৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য "ক্লিয়ারিং হাউজ" হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি-এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি-এর নিকট প্রতবেদন পেশ করা

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঙ. গোষ্ঠী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুশীল সমাজের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

চ. পানি ব্যবহারকারীদের কাছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য সরকারী পানি প্রকল্পে একটি প্রশিক্ষণ অংগ অন্তর্ভূক্ত থাকবে যা প্রকল্প কাজের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবীক্ষণ করবে।

৬. আইনগত কাঠামো

পানি নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত আইনগত কাঠামো নির্ণয় করা একটি মৌলিক বিষয়। বাংলাদেশের যে কোন ধরনের পানি ব্যবস্থাপনার সংগে সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনের কার্যকারিতার জন্য কিছু কিছু মূল বিষয়ে সম্পূরক বিধির প্রয়োজন হয়। একটি জাতীয় পানি কোডের মাধ্যমে এই নীতি কার্যকর করা হবে যার মধ্যে এর বাস্তবায়নের অনুকূল সুনির্দিষ্ট কতিপয় বিধান সম্বলিত থাকবে।

এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব রয়েছে এমন আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধান নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করা এবং পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে দক্ষ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন

খ. পানি সম্পদের মালিকানাস্বত্ত্ব, উন্নয়ন, আবন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষন এবং ক্ষয় থেকে রক্ষা সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও সংহত করতে একটি জাতীয় পানি কোড প্রণয়ন